23 NOV 1995

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

# ডিগ্রী পরীক্ষা নির্বিঘ্নে হোক

সন্তানকে দুধে-ভাতে বাঁচাবার আকুতি নয়। শুধু একটি মাত্র প্রার্থনা—আজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রী পরীক্ষা শুরু। এ পরীক্ষা যেন নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়। পরীক্ষাকালে যেন হর-হাঙ্গামা না হয়, মাঝপথে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যেন পরীক্ষা বন্ধ না হয়। আজ দেশের ৪৩৩ কেন্দ্রে ১ লাখ ২১ হাজার ৩৫ জন পরীক্ষার্থীর ডিগ্রী পরীক্ষা শুরু।

সাধারণত পরীক্ষা নিয়ে এ ধরনের আবেদনের কোন অবকাশ নেই। প্রাকারও কথা নয়। কিন্তু সম্প্রতি রাজনৈতিক কারণে হরতাল ও অবরোধ শিক্ষাঙ্গনে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। কোন পরীক্ষাই নির্বিঘ্নে শেষ হচ্ছে না। মাত্র মাসখানেক পূর্বে ২৩ অক্টোবর অনার্স, মাস্টার্স ও বিএইচএমএস পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ৬ নবেম্বর থেকে একের পর এক হরতালে এবং অবরোধের ফলে সে পরীক্ষা নিয়মিত অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। সারাদেশের ৩০ হাজার পরীক্ষার্থী বিপাকে পড়েছে।

তবে বিপাকে পড়ার ঘটনা যত সহজে বয়ান করা যায় প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটি তেমন সহজ এবং স্বাভাবিক নয়। পরীক্ষায় অঘটন ঘটা একজন ছাত্রের জীবন বিপন্ন করতে পারে। তার পড়াশুনার পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ করে দিতে পারে। একটি পরিবারকে বিপর্যস্ত করতে পারে। কারণ শুধু পরীক্ষার প্রস্তুতি নয়, খাতা বই কলম বেতন আর পরীক্ষার ফি দেশের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর জীবনে এক বিরাট সমস্যা। এ সমস্যার বেড়াজাল কেটে একজন ছাত্রকে পরীক্ষা দিতে পাঠিয়ে একটি পরিবার ঐ সন্তানের ওপর নির্ভর করে অনেক সময় সুখী ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখে। অনেক পরিবারের দ্বিতীয় বারের জন্য সন্তানকে পরীক্ষায় পাঠাবার সঙ্গতি থাকে না। পরীক্ষা ব্যাহত হলে সে স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। পরীক্ষা বিলম্বিত হলে সেশন জট হয়। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ বিলম্বিত হয়। অসংখ্য ছাত্রের চাকরির বয়স থাকে না। এ পরীক্ষার সাথে একজন ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবনের সম্পর্ক এমনভাবে জড়িত যে একটি তার ছিঁড়ে গেলে সর্বত্রই তার প্রভাব পড়ে।

এ সবদিক বিবেচনায় রেখেই এ পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল। অনেক পূর্বেই পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছিল সকল ধরনের অঘটন এড়াবার জন্য। ইতিমধ্যে পরীক্ষা নির্বিঘ্নে গ্রহণের সকল ব্যবস্থাই করা হয়েছে। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধেও যথাসাধ্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আশা করা হয়েছে, ছাত্র-শিক্ষক এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের এলাকার জনগণ এ ব্যাপারে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে।

তাই সকল মহলের আশা যে পরীক্ষায় কোন গোলমাল হয় এমন পদক্ষেপ কোন মহল গ্রহণ করবে না। কারণ দাবী-আদায়ের আন্দোলনের দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু পরীক্ষা ঐ নির্ধারিত তারিখে হওয়াই প্রয়োজন এবং ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে মঙ্গলজনক।